দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

# বই-এর ব্যবহার

নূরহাসনা লতিফ

দুটি অক্ষরের এ কটি শব্দ- 'বই'। জ্ঞানের জগতের অমূল্য সম্পদ। সহস্র বছরের জ্ঞানের সমুদ্র সুরক্ষিত মলাটের প্রাচীরে বন্দী। সৃষ্টির কারিগর তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার গুণে স্থপতির মত শব্দের ইট সাজিয়ে গড়ে তোলেন বই নামের জ্ঞানের ইমারত। যার ক্ষয় নেই, নেই মৃত্যু। পাঠকই পারে সহস্র বছরের কল্লোলকে মুখরিত করে চারপাশে জ্ঞানের সয়লাব করে দিতে। কবি জসীম উদ্দীন বলেছেন, "বই জ্ঞানের প্রতীক, বই আনন্দের প্রতীক। সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ আসিয়াছে আর চলিয়া গিয়াছে, খ্যাতি, মান, অর্থ, শক্তি কিছুই কেহ রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু বই-এর পাতা ভরিয়া তাঁহারা তাঁহাদের তপস্যা, আশা, আকাঙ্ক্ষা আমাদের নৈরাশ্য, কি হইতে চাহিয়াছে কি তাহারা হইতে পারে নাই সবকিছুই লিখিয়া গিয়াছেন।" মনীষীদের লিখিত এই বইগুলোই আমাদের পথনির্দেশক। জীবনের বহু সমাধান খুঁজে পেতে পারি বই-এর পাতায়। পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার মাধ্যম হচ্ছে বই। সৃষ্টির রহস্যের কথাই ধরা যাক না। সৃষ্টির আদিযুগে আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা ঘুরে বেড়াতো। সেসব ছিল ধোঁয়াটে বাষ্পের মত। তার কোন রূপরেখার আদল ছিল না। এভাবেই কেটে যায় শত শত বছর। তারপর একদিন কোন রহস্যবলে সৃষ্টি হয় এই পৃথিবী। তারপর এই পৃথিবীতে এল মানুষ। যে মানুষের সোচ্চার আজ পৃথিবী জুড়ে। সে কেমন করে কিভাবে এল সে রহস্য জানতে ইচ্ছে করে না? মনীষীগণ নিশ্চুপ থাকেননি। একালের মানুষের কথা চিন্তা করেই সে জ্ঞান সংরক্ষণ করেছেন। মনীষিদের কল্যাণেই পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার অধিকাংশই জেনে আসছি। মানুষের কথা, প্রকৃতির কথা সবই থরে থরে সাজানো বইয়ের পাতায়। অতীতে কি ছিল, বর্তমান বিশ্বে কি ঘটছে অথবা ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে তার রূপরেখা অঙ্কিত হয় বই-এর মাঝে। বই আমাদের কাল্পনিক জগতেও নিয়ে যেতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার মহিলা কবি এমিলি ডিকেন্স 'There is no Frigate like a book' নামক কবিতায় লিখেছেন –

*There is no Frigate like a book*
*To take us lands away,*
*Nor any coursers like a page*
*Of prancing poetry.*
*This traverse may the poorest take*
*Without oppress of toll*
*How frugal is the chariot*
*That bears the human soul !*

কবি এখানে বইকে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে তুলনা করেছেন। বই আমাদেরকে একটি কল্পনার জগতে নিয়ে যেতে পারে। যে কোন বিষয়ে জানতে চান বই আপনাকে সাহায্য করবে। একেকটা বই-এর গর্ভে জ্ঞানের মুক্তাভান্ডার যে রক্ষিত। চাহিদা অনুযায়ী বই খুঁজে নিয়ে পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলুন। বুদ্ধদেবের কথায়, "বই যে আমাদের এতবড় জায়গা জুড়ে আছে তার কারণই এই তা আমাদের অবসর সময়ে আনন্দ দেয় এবং সেইসঙ্গে জীবন সম্বন্ধে শিক্ষিত করে। প্রতিদিনের জীবন সুন্দর করে ভাল করে বাঁচতে শেখায়। ভাল করে বাঁচাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, বই তার অন্যতম উপায়।",

আত্মীয়-স্বজনের সাথে নানা কারণে মনোমালিন্য হতে পারে কিন্তু বই এ সবের উর্ধ্বে। বই জ্ঞান বিলিয়েই ধন্য, বাড়তি কিছু চাইবে না। বই আপনাকে ভ্রমণের আনন্দ দিতে পারে। সারা পৃথিবী দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ঘরে বসে সারা পৃথিবীর জ্ঞান আহরণ করা যায় বই পড়ে। বই এখানে শত চোখের মত কাজ করবে। ফ্রান্স বলেছেন "আমার মনের চোখতো মাত্র একটি কিংবা দু'টি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো আমার হাতে। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি ততই এক-একটা করে মনের চোখ ফুটতে থাকে।"

এখন কথা হচ্ছে, এ বই কেমন করে পড়বেন? পাবেনইবা কোথায়? বই পাওয়া দুষ্প্রাপ্য তবু চেষ্টাতো চালাতে দোষ কি? সংসারের কত জিনিসইতো কিনি। প্রতিমাসে আমরা খরচের বাজেট করি। আর দশটা খরচের সঙ্গে একটা বই অনায়াসে রাখতে পারি। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন মাসে যদি একটি বই কিনি তবে ঐ বইগুলো নিজের বই-এর বিনিময়ে পড়া যেতে পারে। পড়া হয়ে গেলে আর হাত বদল হয়ে ফিরে এলে সেটি যত্ন করে রাখা উচিত। একটা বই কয়েক পুরুষ ধরেই পড়া যেতে পারে। মনীষী ইবারসন বলেছেন, "যার বাড়িতে একটি লাইব্রেরী আছে মানসিক ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে সে অনেক বড়।" আবার সিজন স্মিথ বলেছেন, "কোন আসবাবপত্রই বই-এর মত চমকপ্রদ নয়।" আসলে বই যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা গর্ভে ধারণ করে ঘর আলো করে। অর্থ থাকলেই সত্যিকার ধনী হওয়া যায় না। মনের ঘরে আলো চাই আর সে আলো দিতে পারে বই। এখন কথা হচ্ছে, শুধু ক্রয় করে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়। সেজন্য লাইব্রেরীর প্রয়োজন। একমাত্র লাইব্রেরী পারে আপনার চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করতে। বই-এর সঙ্গে যার খুব একটা সম্পর্ক নেই সেও যদি মাঝে মাঝে লাইব্রেরীতে গিয়ে কিছু সময় কাটায়, শুধু বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখে তাহলেও লাভ আছে। বই হাতে নিলেই বই-এর প্রতি আসক্তি জন্মাতে পারে। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের জন্য লাইব্রেরীর ভূমিকা অপরিসীম। একটা জাতিকে শিক্ষিত করতে হলে লাইব্রেরী বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে-গ্রামে অনেকেই ছোটবেলায় দু-তিন ক্লাশ পড়াশুনা করে। কিছুটা লিখতে পড়তেও পারে কিন্তু পরবর্তীকালে কর্মজীবনে এসে লেখাপড়ার কোন চর্চা না থাকায় ক্রমে তারা নিরক্ষরের পর্যায়ে চলে যাবে। গ্রামে এমনও বাড়ি আছে যেখানে কাগজ নামের কোন বস্তু পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় পড়াশুনার কথা চিন্তায় আসে না, সারাদিন কাজ আর কাজ। সে কাজের সংগে লেখাপড়ার সম্পর্ক নেই। বলতে গেলে আলোহীন জগতেই তারা বাস করে। এই অবস্থায় সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখে দীর্ঘকাল অনভ্যাসে নিরক্ষরে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। এ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে গ্রামে-গঞ্জে লাইব্রেরী গড়ে।

লাইব্রেরীগুলো গ্রামে-গঞ্জের স্বপ্ন লেখাপড়া জানা মানুষের বিনোদনের স্থান হতে পারে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে লাইব্রেরীতে। মোতাহার হোসেন বলেছেন, "লাইব্রেরী জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মাপকাঠি। লাইব্রেরীর সংখ্যার দিকে নজর রেখে জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতার পরিমাপ করলে অন্যায় হয় না।" এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, পাঠক সৃষ্টিতে লাইব্রেরী বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সদস্যরা যাতে নিয়মিত লাইব্রেরীতে আসে সেরকম উদ্যোগ নিলে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আমাদের জাতীয় জীবনে নিরক্ষরতার সমস্যা থেকে কিছুটা অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে পুনরায় নিরক্ষর হওয়ার অভিশাপ থেকে অন্ততঃ মুক্ত হওয়া সম্ভব।